গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

এবং

সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

০১ জুলাই, ২০১৯– ৩০ জুন, ২০২০

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নম্বর
উপক্রমণিকা		
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র		
সেকশন ১ :	রূপকল্প , অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং প্রধান কার্যাবলি	৫
সেকশন ২ :	বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	৬
সেকশন ৩ :	কৌশলগত উদ্দেশ্যভিত্তিক কার্যক্রম কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৭
সংযোজনী ১ :	শব্দসংক্ষেপ	১২
সংযোজনী ২ :	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতির বিবরণ	১৩
সংযোজনী ৩ :	অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর/বিভাগ এর নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদাসমূহ	১৪

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যেম রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

এবং

সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে ২০১৯ সালের ২৩-০৬-২০১৯ তারিখ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of Bangladesh Land Port Authority)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

সাম্প্রতিক অর্জন :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিগত ৩ (তিন) বছরে বেনাপোল, সোনাহাট ও তামাবিল স্থলবন্দরের জন্য ২৪.৬৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ভোমরা ও বুড়িমারী স্থলবন্দরে অগ্নি নির্বাপণের জন্য ২টি হাইড্রেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। বুড়িমারী, বেনাপোল, ভোমরা, তামাবিল ও সোনাহাট স্থলবন্দরে ৬৪০৫.০০ বর্গমিটার ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ৯২৬০০.০০ বর্গমিটার ইয়ার্ড নির্মাণ, ১০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি ওয়েব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। তামাবিল ও সোনাহাট স্থলবন্দরে অবকাঠামো উন্নয়ন করে যথাক্রমে- ২৭/১০/২০১৭ ও ৯/৬/২০১৮ তারিখে বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এছাড়া World Customs Organization কর্তৃক ২০১৭ সালে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ-কে Certificate of Merit Award প্রদান করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ :

বিদ্যমান স্থলবন্দরসমূহের সম্প্রসারণে জটিলতা (জমি অধিগ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা)। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক বাণিজ্যের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্থলবন্দরকে আন্তর্জাতিকমানের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা :

১. বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকাকের অর্থায়নে ৬৯৩০০.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শেওলা,ভোমরা, রামগড় ও বেনাপোল স্থলবন্দর উন্নয়ন।

২. গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী,ধানুয়াকামালপুর, বিলোনিয়া ও বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ২১২৮৩.১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন।

৩. বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ১৮৯৬৮.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটি ও বেনাপোল স্থলবন্দরে পার্কিং ইয়ার্ড, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, হেভি স্ট্যাক ইয়ার্ড ও অফিস বিল্ডিংসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১৫৫০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষাধীন;

৪. ৩৩৩৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বুড়িমারী ও তামাবিল স্থলবন্দর সম্প্রসারন করণ

৫. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সকল স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণ/আধুনিকীকরণের জন্য কর্ম কৌশল ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ :

- বেনাপোল স্থলবন্দরে একটি ব্যরাক ভবন নির্মাণ
- আমদানি রপ্তানি পণ্য সঠিক ওজন নিরূপনের জন্য বেনাপোল, ভোমরা ও বুড়িমারী স্থলবন্দরে ৪টি ওয়েব্রীজ স্কেল স্থাপন।
- স্থলবন্দরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য গোবরাকুড়া ও ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে মোট ৩১.৮০ একর জমি অধিগ্রহণ।

সেকশন-১:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য , কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, প্রধান কার্যাবলি :

১.১ রূপকল্প

দক্ষ, নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব বিশ্বমানের স্থলবন্দর।

১.২ অভিলক্ষ্য

স্থলবন্দরসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পণ্য হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

১.৩.১ স্থলবন্দরের ভৌত অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য :

- আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
- কর্মপরিবেশ উন্নয়ন;
- কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;
- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;

১.৪ প্রধান কার্যাবলি :

ক) স্থলবন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত নীতি প্রণয়ন;

খ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্থলবন্দরে পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও ডেলিভারি প্রদানের জন্য জনবল নিয়োগ;

গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থলবন্দর ব্যবহারকারীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য কর, টোল, রেইট ও ফিসের হার নির্ধারণ;

ঘ) আইনে নির্ধারিত/নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন;

সেকশন ২

দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ (Performance Indicator)	একক (Unit)	প্রকৃত		লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র (Source of Data)
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*		২০২০-২১	২০২১-২২		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
আন্তঃসীমান্ত পণ্য পরিবহন সহজীকরণ	আমদানি-রপ্তানি পণ্য সংরক্ষণের জন্য বন্দর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ	একর	--	২৮.১৬	৩১.৮০	৪৩.০০	৫৬.০০		বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ